না হয় বসলেন মাঝেসাঝে। একত্রে সময় কাটানোটাও হলো আপনাদের। দিন শেষে হয়তো একসঙ্গে এই সময় কাটানোয় আরো মজবুত হবে আপনাদের সম্পর্ক। খেলা সম্পর্কে ধারণা নিতেও পারেন তার কাছ থেকে। হয়তো দেখা গেল আপনিও খেলার ফ্যান হয়ে গেলেন।

স্বামীকে বুঝিয়ে বলুন। তাকে নিয়েও সিরিয়াল বা আপনার পছন্দের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারেন তাকে সেই অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় দিকটি সম্পর্কে জানিয়ে। এতে হয়তো আপনিও পেয়ে গেলেন আপনার সঙ্গী দর্শক। দুজনের একান্তে সময় কেটে গেল টিভি দেখে দেখে।

আপনি গৃহিণী হলে আর এসব ঝামেলাই নেই আপনার। স্বামীর খেলা দেখার সময় তাকে সঙ্গ দিয়ে পরদিন বা অন্য টেলিকাস্টের সময় আপনার দেখার স্লট নির্ধারণ করে নিন। সব দিক থেকেই সুবিধা হবে তাতে। প্রয়োজন একটুখানি ধৈর্য সমঝোতার মনোভাব আর সহনশীলতার।

আজকাল মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো বেশ কিছু অফার দিয়ে থাকে। সেখানে সামান্য কিছু মূল্যের বিনিময়ে খেলার সব আপডেট দিয়ে থাকে তারা। আপনি আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান দেখার সময় স্বামীকে অনুরোধ করে দেখতে পারেন খেলার আপডেটটা ওখান থেকে নেয়ার জন্য। আপনার অনুষ্ঠান শেষ হলে ফিরিয়ে দিন টিভির রিমোট তার হাতে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প নেই এক্ষেত্রে।

তাছাড়া প্রযুক্তির এই যুগে প্রায় সব ফোন কোম্পানির রয়েছে নেটের ছোট ছোট সাশ্রয়ী প্যাকেজ, যা দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ বা অন্যান্য জনপ্রিয় খেলার অংশবিশেষ মোবাইলেই দেখে নেয়া যায় নেট থেকে। সেসব স্বামীকে বুঝিয়ে টিভি রিমোটের দখলটি নিয়ে নিতে পারেন সহজেই।

আপনার প্রিয় রান্নার শো কিংবা রিয়েলিটি শোগুলোর সঙ্গী আপনার স্বামী হতেই পারেন অনায়াসে। প্রয়োজন শুধু তাকে একটু বুঝিয়ে বলা। তাকে বলুন, রান্নার শোটি আপনার প্রিয় এজন্যই যে, তাকে রেঁধে খাওয়াতেই আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকেন এই শোটি। এটা বুঝবে না এমন কোনো স্বামী হতেই পারে না।

আপনার স্বামীর যদি খেলা ছাড়াও অন্য কোনো প্রোগ্রাম, যেমন মুভি দেখা বা ডকুমেন্টারি জাতীয় কোনো চ্যানেলের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই তার সঙ্গী হোন। কেননা এগুলো আপনাকে সাহায্য করবে চটকদার সিরিয়ালের চেয়েও বেশি করে আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করে হয়তো সমৃদ্ধ করবে আপনাকেই। তবে অবশ্যই আপনার সময় কাটানোর জন্য আপনার পছন্দকে না কেটে আপনি তার জন্য জায়গা রাখুন অন্য কোনো সুবিধাজনক সময়ে।

আপনার আর আপনার স্বামীর দুজনেরই হয়তো সময় কাটানোর অন্যতম মাধ্যম টেলিভিশন। শুধু টেলিভিশনকেই বিনোদনের মাধ্যম না করে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ঘুরে বেড়ানো বা নাটক দেখে কিংবা বই পড়ে সময় কাটানোকেও বেছে নিতে পারেন। তাতে দুজনেরই লাভ হবে। একসঙ্গে কোয়ালিটি সময় কাটানোর পাশাপাশি যুদ্ধাবস্থাও এড়ানো সহজ হবে।

তবে যা-ই করুন কোনো অবস্থাতেই টেলিভিশন নামের একটি বোকা বাক্সের ততোধিক বোকা সিরিয়াল নামক অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদের মাঝখানে দেয়াল তুলবেন না। রইল বাকি আপনার বিচার বুদ্ধির, যার ধারালো প্রয়োগ দিয়ে আপনি সংসারের এই রিমোট যুদ্ধের সন্ধি করবেন।

একটি কথা খুবই পরিষ্কার, সংসারে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সমঝোতামূলক মনোভাব না থাকলে অযথা অশান্তি বাড়ে। এক্ষেত্রে স্বামীদেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। কর্তৃত্বপরায়ণতা ত্যাগ করে সঙ্গীর প্রতি সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হলে গৃহশান্তি বজায় থাকে। ■

মেধাবী মুখ

মৌসুমি মোশাররফ মৌ

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অনেক শিশুর মুখে বুলি ফোটে অর্থহীন সব শব্দের মাধ্যমে। মৌসুমি মোশাররফ মৌ এ ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। তার মুখে বুলি ফুটল সুরেলা কথার মাধ্যমে। ছোটবেলায় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে, 'নীল সাগর পার হয়ে তোমার কাছে এসেছি'... গেয়ে। সেই থেকে তাক লাগানো শুরু। অসম্ভব গানপাগল মেয়েটিকে নিয়ে শিক্ষক বাবার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সারাক্ষণ গুনগুন করলে এই মেয়ের লেখাপড়া হবে তো? বাবা-মাকে আরেকবার তাক লাগিয়ে দিলেন ক্লাস ফাইভে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে। নাহ! একে দিয়ে সবই হবে। বাবা-মা উৎসাহ পেলেন। মেয়েকে স্বপ্নের হাতে সঁপে দিলেন। ২০০৯ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এসএসসি, ২০১১ সালে এইচএসসি দিলেন। উভয় পরীক্ষায় জিপি-৫। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায়ও মেধার স্বাক্ষর রাখলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পাশাপাশি চান্স পেলেন ইংরেজি বিভাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞানে চান্স পেয়েও অবশেষে ভর্তি হলেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে। প্রচলিত ধারার বাইরে ব্যতিক্রমী একটি বিষয়, যাতে রয়েছে আবিষ্কারের সুখ, নতুন কিছু খুঁজে বেড়ানোর নেশা। এসব জেনেই এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়া– বললেন মৌ। ক্লাসমেট, জুনিয়র এমনকি সিনিয়রদেরও প্রিয় বন্ধু মৌসুমি। ক্লাসের ফাঁকে আড্ডাসহ বিভিন্ন দিবসের আড্ডা মৌকে ছাড়া কল্পনাই করা যায় না।

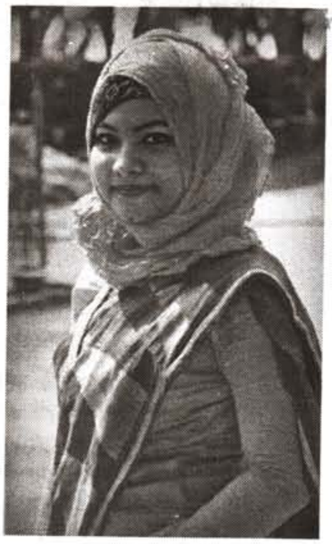

পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, আবৃত্তি ও খেলাধুলায় প্রাপ্ত পুরস্কার রাখার জন্য মৌসুমির বাবাকে আলাদা আলমারি কিনতে হয়েছে। ইউনিসেফের আয়োজনে 'ইয়ুথ আইকন অব লিডারশিপ'-এর চ্যাম্পিয়ন মৌ।

মেয়েটি কি গান ভুলে গেল? তা-ই কি হয়! গানের ক্রেস্ট আর সার্টিফিকেট রাখার জন্য আলাদা আলমারি তো আগেই ছিল। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির সব প্রোগ্রামে নজরুলসংগীত, পল্লীগীতিতে সবসময় হয়েছেন প্রথম। বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত টানা তিন বছর আবৃত্তি, নজরুলসংগীত ও দেশাত্মবোধক গানে হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন। বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে 'অভিযান' নামক অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন টানা চার বছর। এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলে গান গেয়েছেন।

এখন পড়াশোনা নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকায় গানের পেছনে খুব একটা সময় দেয়া হয় না। থেমে গেছে গানচর্চা। তবু বন্ধুদের আড্ডায় কখনই তাকে সাধতে হয় না। সুযোগ বুঝে নিজ থেকে গুনগুনিয়ে ওঠেন।

মৌসুমি মোশাররফ মৌ স্বপ্ন দেখেন প্রত্নতত্ত্ববিদ হবেন। দেশের পুরাকীর্তির ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবেন। দেশে আন্তর্জাতিক মানের মিউজিয়াম হবে। আমাদের মূল্যবান জাতীয় সম্পদ পুরাকীর্তিগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করবেন, যাতে করে শুধু মিউজিয়াম দেখতেই বিদেশি দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে যায়। বিশ্বের অনেক দেশই জাদুঘরের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এমনটা আমরা করতে পারলে দেশ স্বনির্ভরতার আরেকটি মাধ্যম খুঁজে পাবে।

শিক্ষক বাবা মো. মীর মোশাররফ হোসেনের স্বপ্ন– দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে সবার বড় মৌসুমি তার পথেই হাঁটুক। আদর্শ শিক্ষক হয়ে প্রজ্বলিত রাখুক জ্ঞানের মশাল। মা শাহানা মোশাররফের স্বপ্ন– মেয়ে পড়ালেখা শেষ করে সংসারী হোক, নাতি-নাতনির মুখ দেখাক।

আর মৌসুমির স্বপ্ন? নিজের স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি বাবা-মা দুজনের স্বপ্নই সফলভাবে পূরণ করা।

গ্রন্থনা : **মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ**